সংবাদ

তারিখ 26 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষাবিদদের অভিমত

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে

- আদর্শ ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়
- আরও বেশি বাণিজ্যিক হয়ে পড়বে

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে মালিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। নতুন আইনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটিও থাকবে মালিকদের কব্জায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, আদর্শ ও নীতিগতভাবে এবং শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এটা প্রত্যাশিত হয়নি। বিলটি আইনে পরিণত হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি বাণিজ্যিক হয়ে পড়বে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেছেন, আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থে। মালিকরা এ খাতে মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছে। তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভবত সরকার আইনটিকে ব্যালান্সড (সমতা বিধান) করেছে। কিন্তু এটা নীতিগত ও আদর্শগতভাবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রত্যাশিত হয়নি।

উচ্চ শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, যেসব কলেজের লেখাপড়ার মান ভাল এবং যেসব কলেজে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা আছে সেসব কলেজকে পর্যায়ক্রমে

রক্ষা : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ৫

রক্ষা : করা হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেছেন, নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে আমরা বড় ধরনের কোন সফলতা পায়নি। তবে আইনটি আগের চেয়ে কিছুটা ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে। নতুন আইনে উপাচার্যদের সিন্ডিকেটের প্রধান করা হয়েছে। এখন তারা যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তাহলে শিক্ষার্থী ও মানের কিছুটা উন্নতি হবে।

তিনি আরও বলেছেন, সিন্ডিকেটে ইউজিসি এবং সরকারের দু'জন প্রতিনিধি থাকবে। তারা যদি শক্ত লোক হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ কিছুটা হলেও উদ্ধার হবে। আগে সিন্ডিকেট বলতে কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক্রিডিটেশান কাউন্সিল গঠন খুবই জরুরি। এটি হলে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে যেতে বাধ্য হবে। আইনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আইনের খসড়া থেকে উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির আহবায়ক হওয়ার বিধান বাদ দিয়েছে। এর পরিবর্তে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিকে এ কমিটির আহ্বায়ক করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে আগে মালিকদের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য রাখার বিধান ছিল। সংসদীয় কমিটি চূড়ান্ত আইনে মালিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মালিকপক্ষের মোট তিনজনকে সিন্ডিকেটে রাখার নিয়ম চূড়ান্ত করেছে। এতে সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটি দুটোই মালিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। উপাচার্যরা ইচ্ছে করলেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সম্পর্কে সিন্ডিকেটে প্রভাব ফেলতে পারবে না।

ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, চূড়ান্ত আইনে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের দাবি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজস্ব জমি ও সংরক্ষিত তহবিলের ব্যাপারে অনেক ছাড় দেয়া হয়েছে। প্রচলিত আইনে অস্থায়ী অনুমোদনের পর স্থায়ী অনুমোদন পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৫ বছরের মধ্যে ৫ একর নিজস্ব জমি করার বিধান আছে। আর সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, স্থায়ী অনুমোদন পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৭ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামমাত্র ১ একর নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করতে হবে। ১ একর জমি কেবল রাজধানীর জন্য।

এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদনের জন্য ৫ বছরের মধ্যে ৫ একর নিজস্ব জমির বিধানই বহাল উচিত। তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেভাবে উচ্চ মাত্রায় টাকা নিচ্ছে, ফি আদায় করছে, কেউ না পড়িয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে এর বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা কতটুকু মেধা অর্জন করছে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন করা উচিত।

তিনি আরও বলেছেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় এক বছরে ৩৫টি সেরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য কী ছিল তা সবাই জানে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে কয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দরকার, সে ব্যাপারে তদন্ত করে সরকারের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে প্রত্যেক জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার করা দরকার। কারণ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা জরুরি। এটা কোন বাণিজ্যিক উপকরণ নয়। তিনি কর্মমুখী শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কর্মমুখী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই এখন বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত।

আইনটি পাস না করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক ও উদ্যোক্তার ২০০৩ সালে থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে এখন তারা আইনটির বিরোধিতা করছেন না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া সংসদীয় সাব-কমিটি গত সপ্তাহের সোমবার চূড়ান্ত করেছে। আগামী রোববার ২৭ জুন এটি জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে এবং চলতি অধিবেশনেই আইনটি পাস হবে। প্রয়োজনে পরেও আইনটির পরিবর্তন করা যাবে।

আইনটি দুর্বল করে ফেলার অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন বলেন, নতুন আইনটি বেসরকারি খাতে দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য মাইলফলক হবে। নতুন আইন শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সরকার সবার স্বার্থ রক্ষা করবে।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, দেশে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পরিচালিত হচ্ছে। দু'একটি বাদে আইনের শর্ত মেনে বেশিরভাগই নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ২০০৩ সাল থেকে একটি যুযোপযোগী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু একটি বিশেষ মহল পদে পদে এর বিরোধিতা করে আসছে। এবার তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে এর কোন বিরোধিতা করছেন না।